Volume 26: 2023-2024
Journal of Philosophy and the Life-world
DOI: http://dx.doi.org/10.62424/JPLW.2024.26.00.08

# বৃত্তি : ন্যায়দর্শন ও ব্যাকরণদর্শনের দৃষ্টিতে একটি আলোচনা

স্বরূপ সিংহ
সহকারী অধ্যাপক
সংকৃত বিভাগ, বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়

**সারসংক্ষেপ**

সমগ্র জগৎ শব্দব্রহ্মময় এই মত ভর্তৃহরিসহ সকল শাব্দিকগণ স্বীকার করেন। শব্দ ছাড়া সমগ্র বিশ্ব অন্ধকারাছন্ন হয়। এই শব্দের নিত্যতা ও অনিত্যতা নিয়ে দার্শনিক মহলে মতের পার্থক্য দেখা যায়। কিন্তু শব্দ ও অর্থের মধ্যে যে একটি সম্বন্ধ রয়েছে তা সর্বজনস্বীকৃত। শব্দশ্রবণে অর্থবোধের প্রতি শব্দই কারণ। আর শাব্দবোধের ক্ষেত্রে বৃত্তিজ্ঞান আবশ্যক।

এই বৃত্তি শব্দের নানান অর্থ থাকা সত্ত্বেও এই প্রবন্ধে ব্যাপারার্থে এই কথাটি প্রযুক্ত হয়েছে। সে বৃত্তির স্বরূপ কি? এবং তার বিভাগ ও বিভাগের স্বরূপ নিয়ে ন্যায়দর্শন সহ ব্যাকরণদর্শনে চর্চিত হয়েছে। প্রত্যেকটি দর্শনই তাদের যুক্তিজাল স্ব-স্ব ক্ষেত্রে বিস্তার করেছে। এই প্রবন্ধে তাদের মধ্যে ব্যাকরণ ও ন্যায় দর্শনের মত বিশেষভাবে আলোচিত করার প্রয়াস হয়েছে।

**বীজশব্দ :** বৃত্তি, ব্যাপার, শক্তি, সংকেত, অভিধা, লক্ষণা, ব্যঞ্জনা, বাচ্যবাচকসম্বন্ধ, তাদাত্ম্যসম্বন্ধ, শাব্দবোধ, তাৎপর্য।

"অনাদিনিধনং ব্রহ্ম শব্দতত্ত্বং যদক্ষরম্।
বিবর্ততেঽর্থভাবেন প্রক্রিয়া জগতো যতঃ।।"[১]

পদবাক্যপ্রমাণজ্ঞ ভর্তৃহরির এই শব্দব্রহ্মবাদ দার্শনিক সমাজে ক্বচিৎ স্বীকৃত ক্বচিৎ অস্বীকৃত। প্রাচীনগণ নানা যুক্তিজাল বিস্তার করেছেন শব্দব্রহ্মবাদের পক্ষে ও বিপক্ষে। দার্শনিকগণের মধ্যে কেউ শব্দনিত্যবাদী কেউ শব্দানিত্যবাদী। কিন্তু যাই হোক, শব্দের অর্থনির্ণয়ব্যাপার সম্বন্ধে প্রাচীনভারতবর্ষে গভীর গবেষণা বিদ্যমান। শব্দশ্রবণে কিছু অর্থবোধ যে হয় তা সর্বজনস্বীকৃত। শব্দ ও অর্থের মধ্যে একটি সম্বন্ধ যে রয়েছে তাও সর্বজনস্বীকৃত। সেখানে মীমাংসকদের মতে সেই শব্দ নিত্য। মহর্ষি জৈমিনির মতে 'ঔৎপত্তিকস্তু শব্দস্যার্থেন সম্বন্ধঃ'।[২] এই সূত্রের ভাষ্যে

© 2024 Vidyasagar University Publication Division, Vidyasagar University, Midnapore 

Volume 26: 2023-2024
Journal of Philosophy and the Life-world
DOI: http://dx.doi.org/10.62424/JPLW.2024.26.00.08

শবরস্বামী ঔৎপত্তিকশব্দের দ্বারা নিত্যশব্দকেই ব্যাখ্যা করেছেন। অর্থাৎ শব্দের সঙ্গে অর্থের সম্বন্ধ নিত্যই। মহাকবি কালিদাস তাঁর প্রসিদ্ধ কাব্যের মঙ্গলাচরণশ্লোকে শব্দার্থসম্বন্ধের সেই নিত্যত্বের কথা বলেছেন -'বাগর্থাবিব সম্পৃক্তৌ বাগর্থপ্রতিপত্তয়ে'।[৩]

ন্যায়-বৈশেষিকগণ শব্দ ও অর্থের স্বাভাবিক নিত্যসম্বন্ধ তেমনভাবে স্বীকার না করলেও তাঁরা সাময়িকসম্বন্ধ স্বীকার করেন – 'ন, সাময়িকত্বাচ্ছব্দার্থসম্প্রত্যয়স্য'[৪] অথবা 'সাময়িকঃ শব্দাদর্থসম্প্রত্যয়ঃ'।[৫] এই সূত্রগুলিতে সময়শব্দের অর্থ ঈশ্বরসংকেত, যা এই শব্দ এই অর্থ বোঝাক এইরূপ ঈশ্বরেচ্ছা। সময় ঈশ্বরসংকেতঃ, অস্মাচ্ছব্দাদয়মর্থো বোদ্ধব্য ইত্যাকারাঃ[৬]।

পতঞ্জলি, ভর্তৃহরি, নাগেশভট্ট প্রমুখ বৈয়াকরণরা শব্দ ও অর্থের সম্বন্ধকে নিত্য বলে স্বীকার করেন। ভর্তৃহরির ভাষায় –

"নিত্যাঃ শব্দার্থসম্বন্ধাস্তত্রাম্নাতা মহর্ষিভিঃ।
সূত্রাণামনুতন্ত্রাণাং ভাষ্যাণাঞ্চ প্রণেতৃভিঃ।।"[৭]

অতএব শব্দার্থসম্বন্ধ নিত্য, সাময়িক কিংবা তাদাত্ম্যরূপ যাই হোক না কেন, তাদের মধ্যে যে একটি সম্বন্ধ বিদ্যমান তা সর্বজনসম্মত। শব্দশ্রবণে যে অর্থবোধ হয় তার প্রতি শব্দই কারণ। দর্শনে শাব্দবোধ কথাটি খুবই প্রসিদ্ধ। শব্দসম্বন্ধী যে বোধ তাই শাব্দবোধ। অর্থাৎ শব্দার্থজ্ঞান। ন্যায়মতে পদার্থজ্ঞানজন্যজ্ঞানই শাব্দবোধ। এর করণ হল পদজ্ঞান। পদজ্ঞানের কারণ হল পদের শক্তি জ্ঞান। বিশ্বনাথ ন্যায়পঞ্চাননের মতে

"পদজ্ঞানন্তু করণং দ্বারং তত্র পদার্থধীঃ।
শাব্দবোধঃ ফলং তত্র শক্তিধীঃ সহকারিণী।।"[৮]

জগদীশতর্কালঙ্কারও সমান বক্তব্যই বলেছেন "পদজ্ঞানং করণম্। পদার্থোপস্থিতির্ব্যাপারঃ। আকাঙ্ক্ষা-যোগ্যতাসত্তিতাৎপর্যজ্ঞানানি সহকারীণি। ফলং শাব্দবোধঃ।"[৯] অর্থাৎ শব্দসম্বন্ধী বোধের ক্ষেত্রে সব প্রকার শব্দ, সব প্রকার অর্থের জ্ঞান করাতে পারেনা। তাই অর্থবোধের ক্ষেত্রে কার্যকারণভাব কল্পনা অবশ্যই করণীয়। তা না করলে অব্যবস্থা সৃষ্টি হয়। তাই মঞ্জুষাকার নাগেশভট্টও এক কার্যকারণভাব স্বীকার করেন। তাঁর মতে ঘটত্বাদিধর্মবিশিষ্ট ঘটাদিবিষয়ক শাব্দবোধের প্রতি ঘটত্বাদিধর্মবিশিষ্ট যে ঘটাদি তাতে নিরূপিত যে বৃত্তি, সেই বৃত্তিবিশিষ্ট জ্ঞানই কারণ বা হেতু। এই কার্যকারণভাব স্বীকার করা হয় বলেই ঘটপদের দ্বারা পটের জ্ঞান হয় না। নাগেশভট্ট একটি উদাহরণের মাধ্যমে বিষয়টি পরিস্ফুট করেছেন। যেমন গুড়পদের দ্বারা গুড়ত্বজাতিপ্রকারক গুড়বিশেষ্যক শাব্দবোধ হয়, মধুরত্বপ্রকারক গুড়বিশেষ্যক নয়। তবে মধুরত্বের জ্ঞান শব্দজন্য নয়, অনুমানগম্য। অনুমানবাক্যটি হলো গুড়ো মধুরঃ ঐক্ষবত্বাৎ।[১০] তাই

© 2024 Vidyasagar University Publication Division, Vidyasagar University, Midnapore 

Volume 26: 2023-2024
Journal of Philosophy and the Life-world
DOI: http://dx.doi.org/10.62424/JPLW.2024.26.00.08

শাব্দবোধের প্রতি বৃত্তিজ্ঞান অত্যন্ত আবশ্যক। নাগেশের মতে 'নাগৃহীতবৃত্তিকস্য শাব্দবোধঃ।'[১১] অর্থাৎ যার বৃত্তি জ্ঞান নেই, তার শাব্দবোধও যথার্থ হয় না।

**সংজ্ঞা** - এই বৃত্তি কি? যদিও বৃত্তি কথাটি পারিভাষিক। বিবিধশাস্ত্রে বিবিধ ক্ষেত্রে বিবিধার্থক। যেমন বৃত্তি বলতে জীবিকা, বৃত্তি বলতে সূত্রের অর্থবোধক বাক্য, বৃত্তি বলতে আধেয়তা, বৃত্তি বলতে ব্যাপার, বৃত্তি বলতে পরার্থের অভিধান প্রভৃতি বোঝায়। কিন্তু এখানে ব্যাপারার্থে প্রযুক্ত। বস্তুতঃ শব্দশ্রবণে যে অর্থবোধ, সেই অর্থবোধের প্রতি শব্দই কারণ। কারণ থাকলে তার একটি ব্যাপার বা কার্যও থাকবেই। এক্ষেত্রেও শব্দের অর্থবোধের তদনুকূল একটি ব্যাপার রয়েছে। শব্দের এই ব্যাপারকেই ভারতীয় আচার্যগণ বৃত্তি নামে অভিহিত করেছেন। অর্থাৎ যে প্রক্রিয়া বা রীতির মাধ্যমে একটি শব্দ থেকে একটি অর্থের জ্ঞান হয়, তাকেই বৃত্তি বলে।

**বৃত্তির ভেদ** – এই বৃত্তির ভেদ নিয়ে বিবিধ মত দৃষ্ট হয়। একবৃত্তিবাদীগণের মধ্যে আচার্য মুকুলভট্ট ও পণ্ডিত মহিমভট্ট প্রসিদ্ধ। অভিধাবৃত্তিমাতৃকা গ্রন্থে মুকুলভট্ট লক্ষণাকেও অভিধাবৃত্তির অন্তর্গত বলে গণনা করেছেন। কিন্তু মহিমভট্ট তাঁর ব্যক্তিবিবেক গ্রন্থে লক্ষণা প্রভৃতিকে না স্বীকার করে সবই অনুমিতির সাহায্যে হতে পারে বলে ব্যাখ্যা করেছেন। নৈয়ায়িকরা সাধারণতঃ বৃত্তিদ্বয়বাদী। তারা অভিধা ও লক্ষণা এই দুটি বৃত্তি স্বীকার করেন। এর বাইরে যে তৃতীয় বৃত্তি তা অনুমিতির দ্বারা উপলব্ধ হয়। অতএব ব্যঞ্জনাবৃত্তি স্বীকার অনাবশ্যক। নব্যনৈয়ায়িকগণ আবার তাৎপর্যকে বৃত্তিরূপে স্বীকার করেন না। প্রাচীন ন্যায়ের গ্রন্থসমূহেও তাৎপর্যকে বৃত্তিরূপে গ্রহণ করার সুস্পষ্ট প্রমাণ নেই। বৈশেষিকদর্শনও ন্যায়েরঅনুরূপ মত পোষণ করেন। ব্যাকরণদর্শনেও অভিধা ও লক্ষণা স্বীকৃত। তবে নব্যবৈয়াকরণ নাগেশভট্ট প্রমুখেরা ব্যঞ্জনাবৃত্তিকে স্বীকার করেছেন। বৈদান্তিকরা বৃত্তিবিষয়ে দ্বিবিধ মত পোষণ করেন। বেদান্তপরিভাষাকার ধর্মরাজাধ্বরীন্দ্রের মতে দ্বিবিধ বৃত্তি অভিধা ও লক্ষণা। কিন্তু মধুসূদনসরস্বতী মহাশয় তাঁর বেদান্তকল্পলতিকা নামক গ্রন্থে লক্ষণা থেকে পৃথক গৌণীবৃত্তিকে ব্যাখ্যা করেছেন। মীমাংসকমতে বৃত্তি ত্রিবিধ। কুমারিলভট্ট অভিধা, লক্ষণা ব্যতিরিক্ত গৌণী নামক বৃত্তিকে পৃথকভাবে স্বীকার করেছেন। কিন্তু মীমাংসকদের মতে ব্যঞ্জনা ও তাৎপর্য পৃথক বৃত্তিরূপে স্বীকার্য্য নয়, তা অর্থাপত্তির দ্বারা বোধ্য। সাংখ্যযোগদর্শনে আলোচ্য বৃত্তিবিষয়ে সেভাবে কোন আলোচনা নেই। আলংকারিকদের মধ্যে বৃত্তিবিষয়ে মতানৈক্য বিদ্যমান। ধনিক প্রমুখরা ব্যঞ্জনাবৃত্তিকে অস্বীকার করেন। এই সকল পণ্ডিতগণের মতে অভিধা ও লক্ষণা দ্বারা যা সিদ্ধ সবই তাৎপর্যবৃত্তিগম্য। কিন্তু আনন্দবর্ধন প্রভৃতি পণ্ডিতগণের মতে আবার অভিধা, লক্ষণা ব্যতিরিক্ত সবই ব্যঞ্জনাগম্য। তবে মম্মটভট্ট ও বিশ্বনাথ কবিরাজের মতে চারটি বৃত্তি। অভিধা, লক্ষণা, ব্যঞ্জনা ও তাৎপর্য।

**অভিধা** – প্রত্যেক শব্দেরই একটি সর্বজনপ্রসিদ্ধ মুখ্য অর্থাৎ প্রথমোপস্থিত অর্থ আছে। সূর্য, চন্দ্র, জল, মনুষ্য প্রভৃতি শব্দ উচ্চারণমাত্রেই সর্বজনপ্রসিদ্ধিবশতঃ নিজ নিজ অর্থ বুঝিয়ে থাকে। শব্দ

© 2024 Vidyasagar University Publication Division, Vidyasagar University, Midnapore

Volume 26: 2023-2024
Journal of Philosophy and the Life-world
DOI: http://dx.doi.org/10.62424/JPLW.2024.26.00.08

যে ব্যাপারের দ্বারা এরূপ লোকপ্রসিদ্ধ মুখ্য অর্থ বোঝায়, সেই ব্যাপার অভিধা। অভি পূর্বক ধা-ধাতুর উত্তর অঙ্ প্রত্যয় যোগে এই অভিধা শব্দের নিষ্পত্তি। এই অভিধা শক্তি বা সংকেত নামেও অভিহিত। বিশ্বনাথ পঞ্চানন মহাশয়ের মতে পদের সহিত পদার্থের যে সম্বন্ধ, তাকে শক্তি বলে। এই শব্দ এই অর্থ বোঝাবে এরূপ ঈশ্বরেচ্ছাকেই শক্তি বলে "শক্তিশ্চ পদেন সহ পদার্থস্য সম্বন্ধঃ। সা চাস্মাচ্ছব্দাদয়মর্থো বোধব্য ইতীশ্বরেচ্ছারূপা।"[১২] ঘটশব্দ ঘটশব্দজন্য জ্ঞানের বিষয় হোক বা ঘটশব্দের দ্বারা ঘটপদার্থ বোধিত হোক, এই ঈশ্বরেচ্ছাকে 'অয়ং শব্দ ইমমর্থং বোধয়তু' এইভাবে প্রকাশ করেন। যদিও ঈশ্বরেচ্ছা বিষয়ভেদে ভিন্ন হয় না। যেহেতু ঈশ্বরের সর্ববিষয়াবগাহী একটিই ইচ্ছা সর্বদা বিদ্যমান। সকল পদার্থই ঈশ্বরেচ্ছার বিষয়। গঙ্গেশোপাধ্যায়ের মতেও "যঃ শব্দো যত্রেশ্বরেণ সংকেতিতঃ স তত্র শক্তঃ সাধুরিত্যুচ্যতে।"[১৩] এইভাবে ন্যায়দর্শনে অভিধা বা সংকেত বা শক্তি আলোচিত হয়েছে। ব্যাকরণদর্শনে ভর্তৃহরি তাঁর বাক্যপদীয়ে সংকেতকে দুভাগে বিভক্ত করেছেন – আজানিক ও আধুনিক। ভর্তৃহরির ভাষায় –

"আজানিকশ্চাধুনিকঃ সংকেতো দ্বিবিধো মতঃ।
নিত্য আজানিকস্তত্র যা শক্তিরিতি গীয়তে।।"[১৪]

আজানিক কথাটির অর্থ হলো যা উৎপত্তিরহিত। বেদসমূহ অপৌরুষেয়। তাই বেদে যে সকল সংকেত গৃহীত হয়েছে তাও অপৌরুষেয়। ভর্তৃহরি এই অপৌরুষেয় সংকেতকে আজানিক বা নিত্যসংকেত বলেছেন। এই সংকেত অনাদিকাল হতে প্রবর্তিত। তাই এটি আজানিক। অর্থাৎ কার দ্বারা এটি প্রথম প্রযুক্ত হয়েছে তা জানা যায় না। এই সংকেত ঈশ্বরেচ্ছা ছাড়া কিছুই না। ভর্তৃহরির মতে এই নিত্যসংকেত বা ঈশ্বরেচ্ছাই শক্তিপদবাচ্য। আধুনিক বা মনুষ্যকর্তৃক সংকেতকে তিনি শক্তি নামে অভিহিত করেন নি।

নব্যবৈয়াকরণাচার্য নাগেশভট্ট তাঁর লঘুমঞ্জুষা বা পরমলঘুমঞ্জুষা গ্রন্থে নৈয়ায়িকোক্ত সংকেত বা ঈশ্বরেচ্ছাকে উল্লেখ পূর্বক খণ্ডন করেছেন। তাঁর মতে ঈশ্বরেচ্ছা বা ইচ্ছা সম্বন্ধ হতে পারে না। কারণ সম্বন্ধ হতে হলে সাধারণতঃ দুটি সম্বন্ধিদ্বয় থেকে ভিন্ন হয়েও দ্বিনিষ্ঠ হয়। যেমন – 'ঘটবদ্ ভূতলম্' প্রভৃতি উদাহরণে সংযোগরূপ সম্বন্ধ ঘট ও ভূতল এই সম্বন্ধিদ্বয় থেকে পৃথক্ কিন্তু দুই সম্বন্ধীতে বিদ্যমান এবং 'ঘটনিরূপিত সংযোগাশ্রয় ভূতল' এই বিশেষণবিশেষ্যাবগাহী বুদ্ধির নিয়ামক। এখানে ঘট বা শব্দ ঘটশব্দার্থ ইচ্ছাবান নয় বস্তুতঃ ইচ্ছা চেতনপদার্থে থাকা এক ধর্ম। পদ ও পদার্থে তার বৃত্তিতা খুবই কঠিন। তাই ইচ্ছা সম্বন্ধত্ব না হওয়ায় তাকে শক্তি মানা যুক্তিযুক্ত বলে মনে হয় না। 'তন্ন, ইচ্ছায়াঃ সম্বন্ধিনোরাশ্রয়তানিয়ামকত্বাভাবেন সম্বন্ধত্বাসম্ভবাৎ।'[১৫]

তাই পদ ও পদার্থের মধ্যে নৈয়ায়িকোক্ত সম্বন্ধভিন্ন সম্বন্ধ স্বীকরণীয়। যা তাঁরা বাচ্যবাচকভাবরূপ বলে মনে করেন। যা আবার ইতরেতর অধ্যাসমূলক তাদাত্ম্যশক্তির বোধক। নাগেশের মতে প্রদীপে প্রকাশকত্ব শক্তি রয়েছে। কিন্তু ঘটাদিবিষয়ের সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত না হলে সেই শক্তি

© 2024 Vidyasagar University Publication Division, Vidyasagar University, Midnapore 

Volume 26: 2023-2024
Journal of Philosophy and the Life-world
DOI: http://dx.doi.org/10.62424/JPLW.2024.26.00.08

অপ্রকাশিতই থাকে। নাগেশের মতে পূর্বোক্ত ঈশ্বরসংকেতই শক্তি, এই নৈয়ায়িকোক্ত মত ঠিক নয়। কারণ 'এই অর্থ এই শব্দের শক্য' বা 'এই অর্থে এই শব্দের শক্তি আছে' এই সকল ব্যবহারে সংকেত শক্তি থেকে পৃথক্ রূপেই প্রসিদ্ধ -"উক্ত ঈশ্বরসংকেত এব শক্তিরিতি নৈয়ায়িকমতং ন যুক্তম্, অয়মেতচ্ছক্যঃ, অত্রাস্য শক্তিঃ, ইত্যস্য সংকেতস্য শক্তিতঃ পার্থক্যেন প্রসিদ্ধত্বাৎ।"[১৬] অতএব পদ ও পদার্থের মধ্যে তাদাত্ম্যসম্বন্ধই স্বীকরণীয়। তাদাত্ম্যের স্বরূপ বলতে গিয়ে তিনি বলেছেন – তার থেকে ভিন্ন হয়েও যে অভিন্নরূপে প্রতীতি তাই তাদাত্ম্য। যেখানে ভেদ ও অভেদ সমনিয়ত। অভেদ যেখানে অধ্যস্ত বা আরোপিত।

এই স্থলে নৈয়ায়িকের প্রশ্ন হলো শব্দ ও অর্থের তাদাত্ম্যসম্বন্ধ স্বীকার করলে পরে মধু শব্দোচ্চারণে মুখে মাধুর্য রসের আস্বাদনের প্রসঙ্গ আসে। কিংবা বহ্নি শব্দোচ্চারণে মুখে জ্বলনের অনুভব হওয়া স্বাভাবিক। এর উত্তরে বৈয়াকরণাচার্য নাগেশ বলেন এই আপত্তি ঠিক না। কারণ মধু ও মাধুর্য, বা বহ্নি ও জ্বলন এদের মধ্যে ভেদ স্বাভাবিক, তবে অভেদ আরোপিত। তাই ওরকম প্রতীতি হয় না। এছাড়াও বৈয়াকরণগণ বৌদ্ধ শব্দার্থ স্বীকার করেন। তাঁদের মতে বুদ্ধিস্থ অর্থ শক্য এবং স্ফোটাত্মক শব্দও বুদ্ধিদেশস্থ হয়ে শক্ত। তাই এদের মধ্যে তাদাত্ম্যসম্বন্ধ হলে কোন ক্ষতি নেই। তাই বন্ধ্যাসুত প্রভৃতি শব্দের বাহ্যার্থ না থাকলেও বুদ্ধিপরিকল্পিত বন্ধ্যাসুতশব্দ বাচ্যার্থকে আশ্রয় করে অর্থবত্ব হেতু প্রাতিপদিকত্ব এবং পদত্ব সিদ্ধ হয় "এষ বন্ধ্যাসুতো যাতি খপুষ্পকৃতশেখরঃ। কূর্মক্ষীরচয়ে স্নাতঃ শশশৃঙ্গধনুর্ধরঃ। ইত্যত্র বাহ্যার্থশূন্যত্বেঽপি বুদ্ধিপরিকল্পিতং বন্ধ্যাসুতশব্দবাচ্যার্থমাদায়ার্থবত্ত্বাৎ প্রাতিপদিকত্বম্।"[১৭] এইভাবে নৈয়ায়িকদের আর একটি মত খণ্ডিত হয়। নৈয়ায়িকদের মতে অসাধু শব্দের অর্থবোধ সাধু শব্দের স্মরণের দ্বারাই হয়। ব্যাকরণদার্শনিকগণ বলেন সাধুশব্দের স্মরণ ছাড়াও তা সম্ভব। যদি সর্বদা সাধুশব্দের স্মরণের দ্বারাই অর্থবোধ হতো তাহলে যে ব্যক্তি সাধুশব্দ জানে না, তার অর্থবোধ হতো না। তাই বৈয়াকরণগণ বলেন অসাধু অর্থাৎ অপভ্রংশ শব্দের দ্বারা অর্থবোধ হলেও তাতে অধর্ম হয় "সমানায়ামর্থাবগতৌ শব্দৈশ্চাপশব্দৈশ্চ শাস্ত্রেণ ধর্মনিয়মঃ।"[১৮]

এই শক্তি বৈয়াকরণদের মতে ত্রিবিধ – রূঢ়ি, যোগ ও যোগরূঢ়। কিন্তু বাচকশব্দকে বিশ্বনাথ পঞ্চানন মহাশয় চার ভাগে ভাগ করেছেন - যৌগিক, রূঢ়, যোগরূঢ় এবং যৌগিকরূঢ়। জগদীশ তর্কালঙ্কার মহাশয়ের মতেও চার প্রকার রূঢ়, যোগরূঢ়, যৌগিক এবং লাক্ষণিক

"রূঢ়ঞ্চ লক্ষকঞ্চৈব যোগরূঢ়ঞ্চ যৌগিকম্।
তচ্চতুর্ধা পরৈঃ রূঢ়যৌগিকং মন্যতেঽধিকম্।।"[১৯]

সাহিত্যিক প্রভৃতিদের মতো ব্যাকরণদর্শনেও সংযোগ প্রভৃতিকে শক্তি বা অভিধাবৃত্তির নিয়ামক বলা হয়েছে। সংযোগাদি যথা – সংযোগ, বিয়োগ, সাহচর্য, বিরোধ, অর্থ, প্রকরণ, লিঙ্গ, অন্যশব্দসন্নিধি, সামর্থ্য, ঔচিতী, দেশ, কাল, ব্যক্তি এবং স্বর।[২০]

© 2024 Vidyasagar University Publication Division, Vidyasagar University, Midnapore 

Volume 26: 2023-2024
Journal of Philosophy and the Life-world
DOI: http://dx.doi.org/10.62424/JPLW.2024.26.00.08

**লক্ষণা** – লক্ষ্ ধাতুর উত্তর ল্যুট্ প্রত্যয় ও স্ত্রীলিঙ্গে টাপ্ প্রত্যয় যোগে লক্ষণা শব্দ নিষ্পন্ন হয়। এই লক্ষণা দ্বিতীয়া বৃত্তি। যেখানে মুখ্যার্থ বা বাচ্যার্থ বা অভিধেয়ার্থ বাধা প্রাপ্ত হয় এবং মুখ্যার্থের সহিত সংযুক্ত হয়ে রূঢ়ি বা প্রয়োজনবশতঃ অন্য এক অর্থ লক্ষিত হয়, সেই আরোপিত ক্রিয়াকে কাব্যিকগণ লক্ষণা বলেন।

"মুখ্যার্থবাধে তদ্যোগে রূঢ়িতোঽথ প্রয়োজনাৎ।
অন্যোঽর্থো লক্ষ্যতে যৎ সা লক্ষণারোপিতা ক্রিয়া।।"[২১]

ন্যায়দর্শনে 'শক্যসম্বন্ধো লক্ষণা'। লক্ষ্যতে অর্থান্তরম্ আক্ষিপ্যতে সংগৃহ্যতে অনয়া ইতি লক্ষণা, এই দ্বিতীয় বৃত্তি লক্ষণা ছাড়াও ভক্তি, উপচার প্রভৃতি শব্দে বোধিত। শক্তিস্বরূপ সম্বন্ধের জ্ঞান যেমন পদার্থের উপস্থাপক হয়, লক্ষণাস্বরূপ সম্বন্ধের জ্ঞানও সেইরূপ পদার্থের উপস্থাপক হয়। শক্যার্থের সম্বন্ধই লক্ষণাবৃত্তি নামে পরিগণিত হয়। সেই শক্যসম্বন্ধ সামীপ্য, সংযোগ, সমবায়, বৈপরীত্য ও কার্যকারণভাব। সাদৃশ্য, স্বত্ত্ব-স্বামিত্ব, আধার-আধেয়ভাব প্রভৃতি সম্বন্ধসমূহ সমবায়ের অন্তর্গত বলে বোধিত হয়। গঙ্গাশব্দের দ্বারা গঙ্গা অতিসন্নিহিত তীর বোধিত হোক এই ইচ্ছায় বক্তা 'গঙ্গায়াং ঘোষঃ প্রতিবসতি' এইরকম বাক্য প্রয়োগ করেন। এখানে গঙ্গাশব্দের শক্যার্থ ভগীরথরথখাতাবচ্ছিন্নজলপ্রবাহ। ঘোষশব্দের শক্যার্থ আভীরপল্লী। অন্বয়িতব্য মুখ্যার্থান্তরের সঙ্গে শব্দের মুখ্যার্থের অন্বয়োপপত্তি না হওয়ায় বক্তার বিষয়ীভূত বাক্যার্থ জ্ঞানের উপপত্তি নিমিত্ত শক্যার্থসম্বন্ধরূপ লক্ষণাবৃত্তি স্বীকার করতে হয় "লক্ষণা শক্যসম্বন্ধস্তাৎপর্যানুপপত্তিতঃ।"[২২]

এই লক্ষণার ভেদ বিষয়ে নৈয়ায়িকদের মধ্যে মতভেদ দৃষ্ট হয়। জগদীশ তর্কালঙ্কারের মতে লক্ষণার অনেক ভেদ - জহৎস্বার্থা, অজহৎস্বার্থা, নিরূঢ়া, আধুনিকী প্রভৃতি –

"জহৎস্বার্থাজহৎস্বার্থা-নিরূঢ়াধুনিকাপদিকাঃ।
লক্ষণা বিবিধাস্তাভির্লক্ষকং স্যাদনেকধা।।"[২৩]

আচার্য বিশ্বনাথ ন্যায়পঞ্চানন ও জগদীশ ভট্টাচার্য তর্কামৃতে জহৎস্বার্থা ও অজহৎস্বার্থা ভেদে দুই প্রকার লক্ষণা স্বীকার করেন। বৈদান্তিকগণ তিন প্রকার লক্ষণা স্বীকার করেন। প্রথমে কেবল লক্ষণা ও লক্ষিতলক্ষণা এইরূপ বিভাগ স্বীকার করে পরবর্তীকালে অন্যভাবে জহৎস্বার্থা, অজহৎস্বার্থা ও জহদজহৎস্বার্থা এই ভাবে ত্রিবিধ বলেছেন - "প্রকারন্তরেণ লক্ষণা ত্রিবিধা। জহল্লক্ষণা অজহল্লক্ষণা জহদজহল্লক্ষণা চেতি।"[২৪] এইভাবে লক্ষণার সংজ্ঞা ও বিবিধ প্রকারভেদ ব্যাখ্যাত হওয়ার পর ব্যাকরণদার্শনিক নাগেশভট্ট বলেছেন লক্ষণা না স্বীকার করলেও চলে। তিনি মহাভাষ্যকার পতঞ্জলির উক্তি উদ্ধৃত করে বলেন - "সতি তাৎপর্যে সর্বে সর্বার্থবাচকা ইতি ভাষ্যাল্লক্ষণায়া অভাবাৎ। বৃত্তিদ্বয়াবচ্ছেদকদ্বয়কল্পনে গৌরবাৎ।"[২৫] অর্থাৎ বক্তার তাৎপর্যানুসারে যে কোনও শব্দ যে কোনও অর্থের বাচক হতে পারে। তাই দুটি বৃত্তি স্বীকার করলে গৌরব দোষ

© 2024 Vidyasagar University Publication Division, Vidyasagar University, Midnapore 

Volume 26: 2023-2024
Journal of Philosophy and the Life-world
DOI: http://dx.doi.org/10.62424/JPLW.2024.26.00.08

আসে। তাহলে প্রশ্ন জাগে গঙ্গা-পদ তীররূপ অর্থ বোঝায় কি করে? নাগেশের মতে শক্তিবশতঃ গঙ্গাশব্দ তীররূপ অর্থ বোঝায়। বস্তুতঃ শব্দের শক্তি দ্বিবিধ – প্রসিদ্ধা ও অপ্রসিদ্ধা। সাধারণ মানুষদের বুদ্ধিবেদ্যত্ব হলো প্রসিদ্ধত্ব আর কেবলমাত্র সহৃদয়ের হৃদয়বেদ্যত্ব হলো অপ্রসিদ্ধত্ব। গঙ্গাশব্দের প্রসিদ্ধশক্তি প্রবাহ এবং অপ্রসিদ্ধশক্তি হল তীর। নৈয়ায়িকদের পুনরায় প্রশ্ন সকল শব্দই যদি সকল অর্থের বাচক হয় তাহলে ঘট-পদের দ্বারা পট-পদের জ্ঞান হোক! এর উত্তর হল 'সতি তাৎপর্যে'। অর্থাৎ তাৎপর্যানুযায়ী অর্থবোধ হয়। আর তাৎপর্য হল - "তাৎপর্যং চাত্র ঐশ্বরঃ দেবতামহর্ষিলোকবৃদ্ধপরম্পরাতোঽস্মদাদিভির্লব্ধম্।"[২৬]

**ব্যঞ্জনা** – বি পূর্বক অনজ্ ধাতুর উত্তর ল্যুট্ প্রত্যয় করে স্ত্রীলিঙ্গে টাপ্ প্রত্যয় যোগে ব্যঞ্জনা শব্দ পাওয়া যায়। ব্যুৎপত্তি অনুসারে বিশেষ ভাবে প্রকাশের নাম ব্যঞ্জনা। কোনও শব্দোচ্চারণের সাথে শ্রোতার যে অর্থের জ্ঞান হয় তা বাচ্যার্থ। যখন কোনও বাক্যোচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে বাচ্যার্থ গ্রহণ করলে বাক্যের অর্থ সঙ্গত হয় না, তখন লক্ষণা বৃত্তির দ্বারা যে অর্থ সঙ্গত হয় তা লক্ষ্যার্থ। যখন লক্ষণাও অভিপ্রেত অর্থকে বোঝাতে পারে না তখন যে বৃত্তির আশ্রয় নেওয়া হয় তা ব্যঞ্জনা। সেই ব্যঞ্জনাবৃত্তির সাহায্যে যে অর্থ পাওয়া যায় তাকে ব্যঙ্গ্যার্থ বলে। ব্যঙ্গ্যার্থ শব্দে বাক্যে ও বাক্যার্থেও থাকে। অভিধা প্রভৃতি বৃত্তি বিরত হলে যে বৃত্তির সাহায্যে অপর অর্থ প্রতিপাদিত হয় তা হল ব্যঞ্জনা।

"বিরতাস্বভিধাদ্যাসু যয়ার্থো বোধ্যতেঽপরঃ।
সা বৃত্তির্ব্যঞ্জনা নাম শব্দস্যার্থাদিকস্য চ।।"[২৭]

'গঙ্গায়াং ঘোষঃ প্রতিবসতি' - এই উদাহরণে গঙ্গা কথার দ্বারা জলপ্রবাহ বোঝায় অভিধা, গঙ্গাতীর বোঝায় লক্ষণা। আর এই অর্থদ্বয় বুঝিয়ে যখন তারা বিরত হয় তখন সেই স্থানের শীতলতা ও পবিত্রতা প্রভৃতি ব্যঞ্জনাবৃত্তির দ্বারা বোধিত হয়। আচার্য আনন্দবর্ধন এই ব্যঞ্জনাবৃত্তির উপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে ধ্বনিপ্রস্থানের প্রতিষ্ঠা করে ধ্বন্যালোক নামক গ্রন্থ্ রচনা করেন। তিনি ব্যঙ্গ্যার্থকে প্রতীয়মান অর্থ বলেছেন।

ন্যায়দর্শনে এই ব্যঞ্জনাবৃত্তি স্বীকৃত হয়নি। কিন্তু ব্যাকরণদর্শনে তা স্বীকৃত। বৈয়াকরণাচার্য নাগেশ নৈয়ায়িকের এই মত সমালোচনা করেন। তাদের মতে মুখ্যার্থের বাধ হোক কিংবা না হোক, মুখ্যার্থের সঙ্গে সম্বন্ধ যুক্ত হোক কিংবা না হোক, প্রসিদ্ধ তথা অপ্রসিদ্ধার্থ বিষয়ক, বক্তা ও শ্রোতার বৈশিষ্ট্যজ্ঞান এবং প্রতিভাপ্রভৃতি থেকে উদ্বুদ্ধ সংস্কার বিশেষ হল ব্যঞ্জনা।[২৮] এই ব্যঞ্জনাবৃত্তি ব্যাকরণদর্শনেও স্বীকৃত। কারণ ব্যাকরণদর্শনে নিপাতের দ্যোতকত্ব, স্ফোটের ব্যঙ্গ্যতা স্বীকার করা হয়েছে। তার্কিকদের ব্যঞ্জনাকে অস্বীকার করা বৈয়াকরণ মেনে নিতে পারেননি। লক্ষণার দ্বারা ব্যঞ্জনা গতার্থ হয় একথা ঠিক নয়। কারণ লক্ষণার চরিত্র ও ব্যঞ্জনার চরিত্র সম্পূর্ণ ভিন্ন। লক্ষণায় মুখ্যার্থের বাধ ও তদ্যোগ অনিবার্য। কিন্তু ব্যঞ্জনাতে মুখ্যার্থের বাধ কিংবা তদ্যোগ

© 2024 Vidyasagar University Publication Division, Vidyasagar University, Midnapore 

Volume 26: 2023-2024
Journal of Philosophy and the Life-world
DOI: http://dx.doi.org/10.62424/JPLW.2024.26.00.08

অনিবার্য নয় "তন্ন, লক্ষণায়া মুখ্যার্থবাধপূর্বকলক্ষ্যার্থবোধকত্বাৎ, মুখ্যার্থসম্বন্ধার্থস্যৈব লক্ষণায়া বোধকত্বাৎ, ব্যঞ্জনায়া অতথাত্বেন তদনন্তর্ভাবশ্চ।"[২৯]

এই স্থলে আলংকারিকদের মত বিচার্য। নৈয়ায়িকরা ব্যঞ্জনা বৃত্তি স্বীকার না করে ব্যঙ্গ্য রসাদির জ্ঞান অনুমান প্রমাণের দ্বারা করে থাকেন। ধূমরূপ হেতু দেখে যেমন পর্বতে বহ্নির অনুমান করা যায় তেমন মুখ্যার্থরূপ হেতু দেখে ব্যঙ্গ্যার্থেরও অনুমান হয়ে থাকে। এই মত আলংকারিকগণ যুক্তিপূর্বক খণ্ডন করেছেন। তাঁরা দেখিয়েছেন ব্যঙ্গ্যার্থ নির্ণয়ে ব্যাপ্তিজ্ঞান নেই। আর ব্যাপ্তিজ্ঞান না থাকলে অনুমান যে হয় না তা নৈয়ায়িকও স্বীকার করেন। একটি দৃষ্টান্ত দিয়ে বিষয়টি বোঝানো হয়। আলংকারিকদের ব্যঞ্জনার প্রকৃষ্ট উদাহরণ –

"ভ্রম ধার্মিক! বিশ্রদ্ধঃ স শুনকোঽদ্য মারিতস্তেন।
গোদাবরীকচ্ছকুঞ্জবাসিনা দৃপ্তসিংহেন।।"[৩০]

এর অর্থ হল হে ধার্মিক তুমি নিশ্চিন্তে ভ্রমণ কর! সেই কুকুরটিকে (যার থেকে ভয় পেতে) এই গোদাবরীতীরস্থ গহনকুঞ্জবাসী বলবান একটি সিংহ হত্যা করেছে। এটি বাচ্যার্থ। ব্যঙ্গ্যার্থ হল ওহে ধার্মিক তুমি ভ্রমণ করো না। কারণ যে ধার্মিক সামান্য কুকুরকে ভয় পায় তাকে যদি বলবান সিংহের কথা বলা হয় তাহলে সে এমনিতেই আসবে না। নৈয়ায়িকগণ অনুমান প্রমাণের দ্বারা ভ্রমণাভাবরূপ ব্যঙ্গ্যার্থ সিদ্ধ করেন। কিন্তু তা খণ্ডিত হয়েছে। অনুমানবাক্য এইরূপ ১) প্রতিজ্ঞা/সাধ্য- গোদাবরীতীর ভীরুভ্রমণাযোগ্য। ২) হেতু – ভয়কারণ সিংহোপলব্ধি ৩) উদাহরণ – যেটা যেটা ভীরুভ্রমণযোগ্য সেটা সেটা ভয়কারণাভাববৎ, যেমন গৃহ। ৪) উপনয় – এটি তীর নয় তথা ভয়কারণাভাববৎ, সিংহোপলব্ধিহেতু। ৫) নিগমন – তাই ভীরুভ্রমণ অযোগ্য। বস্তুতঃ এখানে হেতুটি দুষ্ট। ভীরুগমনযোগ্যত্ব সিদ্ধির জন্য সিংহোপলব্ধি হেতু হতে পারে না। কারণ যত্র যত্র ভীরুগমন তত্র তত্র ভয়কারণাভাব এরূপ ব্যাপ্তি হয় না। যেহেতু ভয়কারণ জেনেও কোথাও কোথাও গমন হয়। যেমন যুদ্ধাদিতে রাজার আদেশে যোদ্ধার ইচ্ছা না থাকলেও যেতে হয়। তাই এটি অনৈকান্তিক হেত্বাভাসযুক্ত। সাধ্যের অভাবের অধিকরণে থাকা অনৈকান্তিক হেত্বাভাসের লক্ষণ।

আবার এখানে ভয়ের কারণ সিংহোপলব্ধিরূপ হেতু নিশ্চিতভাবে গোদাবরীতীররূপ পক্ষে না ও থাকতে পারে। কারণ এখানে বক্তা পংশলী নায়িকা। যিনি কোনও আপ্ত নন। তাই স্বরূপাসিদ্ধ হেত্বাভাসও হতে পারে। যেহেতু হেতুকে তার আশ্রয়ভূত পক্ষে নিশ্চিতভাবে পাওয়া যায় না।

এছাড়া ধার্মিক কুকুরকে ভয় পায় বলে সিংহকেও ভয় পাবে এমন নাও হতে পারে। কুকুর অস্পৃশ্য তাই ধার্মিকের ভয়। কিন্তু বীরত্বহেতু সিংহকে সে ভয় পায় না। তাই বিরুদ্ধ হেত্বাভাস

© 2024 Vidyasagar University Publication Division, Vidyasagar University, Midnapore 

DOI: http://dx.doi.org/10.62424/JPLW.2024.26.00.08

সিদ্ধ হতে পারে। যেহেতু সাধ্যাভাবের ব্যাপ্তি যে হেতুতে থাকে তা বিরুদ্ধ। তাই এইস্থলে ভ্রমণাভাব সিদ্ধ করার জন্য অনুমান যথার্থ নয়, ব্যঞ্জনা স্বীকার্য।[৩১]

এইভাবে বৃত্তিবিষয়ে ব্যাকরণদর্শন ও ন্যায়দর্শন পর্য্যালোচনা করলে দেখা যায় যে ব্যাকরণে অভিধা, লক্ষণা ও ব্যঞ্জনা স্বীকৃত হলেও ন্যায়দর্শনে কেবল অভিধা ও লক্ষণা স্বীকৃত। দুই শাস্ত্রই স্বকীয়যুক্তিজাল বিস্তার করেছেন স্বকীয় সিদ্ধান্তে স্থির থাকার জন্য।

## তথ্যসূত্র

১. ভর্তৃহরি। *বাক্যপদীয় (ব্রহ্মকাণ্ড-১.১.১)*। সম্পা. মৃণালকান্তি বন্দ্যোপাধ্যায়, কোলকাতা: সংস্কৃত বুক ডিপো, ২০১৮, পৃ. ৩.

২. *দি মীমাংসাসূত্র অফ জৈমিনি*। খণ্ড ২৭/১, সম্পা. মেজর বি. ডি. বাসু, এলহাবাদ: দি পাণিনি অফিস ভুবনেশ্বরী আশ্রম, ১৯২৩. পৃ. ২.

৩. ত্রিপাঠী, ব্রহ্মানন্দ। *কালিদাস গ্রন্থাবলী*। বারাণসী : চৌখাম্বা সুরভারতী প্রকাশন, ২০২১, পৃ. ৩.

৪. *ন্যায়সূত্র অফ গৌতম*। খণ্ড-৮, সম্পা. মেজর বি. ডি. বাসু, এলহাবাদ: দি পাণিনি অফিস ভুবনেশ্বরী আশ্রম, ১৯১৩. পৃ. ৩৯.

৫. *বৈশেষিকসূত্র অফ কণাদ*। সম্পা. দেবাশীষ চক্রবর্তী, নিউ দিল্লী: ডি কে প্রিন্টস্ ওয়াল্ড পি. লিমিটেড, ২০০৩, পৃ. ৯৫.

৬. প্রশস্ত দেবাচার্য। *প্রশস্তপাদভাষ্য*। সম্পা. এম এস গোপীনাথ কবিরাজ। বারাণসী: চৌখাম্বা অমরভারতী প্রকাশন, ১৯৮৩, পৃ. ১০৫.

৭. ভর্তৃহরি। *বাক্যপদীয়(ব্রহ্মকাণ্ড)*। সম্পা. মৃণালকান্তি বন্দ্যোপাধ্যায়, কোলকাতা: সংস্কৃত বুক ডিপো, ২০১৮, পৃ. ২৬.

৮. বিশ্বনাথ ন্যায়পঞ্চানন। *ভাষাপরিচ্ছেদ*। সম্পা. শ্রীপঞ্চানন শাস্ত্রী। কোলকাতা: আগামানুসন্ধান সমিতি, ১৩৫৪ বঙ্গাব্দ, পৃ. ৩৩৬-৩৩৭.

৯. জগদীশ তর্কালঙ্কার। *তর্কামৃত*। সম্পা. জীবনকৃষ্ণ তর্কতীর্থ। কোলকাতা: দি এশিয়াটিক সোসাইটি, ১৯৭৪, পৃ. ৮৮.

১০. নাগেশভট্ট। *পরমলঘুমঞ্জুষা*। সম্পা. জয়শঙ্করলাল ত্রিপাঠী। বারাণসী: চৌখাম্বা কৃষ্ণদাস একাডেমী, ২০১১, পৃ. ১২.

১১. তদেব

© 2024 Vidyasagar University Publication Division, Vidyasagar University, Midnapore 

১২. বিশ্বনাথ ন্যায়পঞ্চানন। *ভাষাপরিচ্ছেদ*। সম্পা. শ্রীপঞ্চানন শাস্ত্রী। কোলকাতা: আগামানুসন্ধান সমিতি, ১৩৫৪ বঙ্গাব্দ, পৃ. ৩৩৯.

১৩. গঙ্গেশোপাধ্যায়। *তত্ত্বচিন্তামণি(শব্দখণ্ডে বিধিবাদ)*। সম্পা. কামাখ্যানাথ তর্কবাগীশ। কোলকাতা: এশিয়াটিক সোসাইটি, ১৮৮৮, পৃ. ২৫.

১৪. ভর্তৃহরি। *বাক্যপদীয়*। সম্পা. রঘুনাথ শর্মা। বারাণসী: সম্পূর্ণানন্দ সংস্কৃত বিশ্ববিদ্যালয়, ২০০৬, পৃ. ৫০৪.

১৫. নাগেশভট্ট।*পরমলঘুমঞ্জূষা*। সম্পা.জয়শঙ্করলাল ত্রিপাঠী।বারাণসী: চৌখম্বা কৃষ্ণদাস একাডেমী, ২০১১,পৃ. ১৯.

১৬. তত্রৈব, পৃ. ২৫.

১৭. তত্রৈব, পৃ. ২৯.

১৮. পতঞ্জলি। *মহাভাষ্য(পস্পশাহ্নিক)*। সম্পা. দণ্ডিস্বামী দামোদর আশ্রম। কোলকাতা: দক্ষিণশ্বের রামকৃষ্ণসঙ্ঘ আদ্যাপীঠ, ১৯১৫ শকাব্দ,পৃ. ১৭৫.

১৯. জগদীশ তর্কালঙ্কার। *শব্দশক্তিপ্রকাশিকা(প্র.খণ্ড)*। সম্পা. মধুসূদন ভট্টাচার্য, কোলকাতা: সংস্কৃত কলেজ, ১৩৪৩ বঙ্গাব্দ, পৃ. ১৬২.

২০. ভর্তৃহরি। *বাক্যপদীয়(ব্রহ্মকাণ্ড)*। সম্পা. মৃণালকান্তি বন্দ্যোপাধ্যায়, কোলকাতা: সংস্কৃত বুক ডিপো, ২০১৮, পৃ. ৫৫৩.

২১. মম্মট। *কাব্যপ্রকাশ*। সম্পা. রামানন্দ আচার্য। কোলকাতা: সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, ১৯৯৮, পৃ. ৫.

২২. বিশ্বনাথ ন্যায়পঞ্চানন। *ভাষাপরিচ্ছেদ*। সম্পা. শ্রীপঞ্চানন শাস্ত্রী। কোলকাতা: আগামানুসন্ধান সমিতি, পৃ. ৩৬৩.

২৩. জগদীশ তর্কালঙ্কার। *শব্দশক্তিপ্রকাশিকা(দ্বি.খণ্ড)*। সম্পা. মধুসূদন ভট্টাচার্য, কোলকাতা: সংস্কৃত কলেজ, ১৩৪৩ বঙ্গাব্দ, পৃ. ৯০.

২৪. ধর্মরাজাধ্বরীন্দ্র। *বেদান্তপরিভাষা*। সম্পা. শরচ্চন্দ্র ঘোষাল। কোলকাতা: সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, ২০০৪,পৃ. ৫৮.

২৫. নাগেশভট্ট। *পরমলঘুমঞ্জূষা*। সম্পা. জয়শঙ্করলাল ত্রিপাঠী। বারাণসী ]: চৌখম্বা কৃষ্ণদাস একাডেমী, ২০১১, পৃ. ৫৭.

২৬. তত্রৈব, পৃ. ৫৯.

২৭. বিশ্বনাথ কবিরাজ। *সাহিত্যদর্পণ।* সম্পা. গুরুনাথ বিদ্যানিধি ও ধীরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, কোলকাতা: সংস্কৃত বুক ডিপো, পৃ. ৫৭.

© 2024 Vidyasagar University Publication Division, Vidyasagar University, Midnapore

Volume 26: 2023-2024
Journal of Philosophy and the Life-world
DOI: http://dx.doi.org/10.62424/JPLW.2024.26.00.08

২৮. নাগেশভট্ট। *পরমলঘুমঞ্জূষা*। সম্পা. জয়শঙ্করলাল ত্রিপাঠী। বারাণসী: চৌখম্বা কৃষ্ণদাস একাডেমী, ২০১১, পৃ. ৬০.

২৯. তদেব

৩০. মম্মট। *কাব্যপ্রকাশ*। সম্পা. রামানন্দ আচার্য। কোলকাতা: সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, ১৯৯৮, পৃ. ৩৮.

৩১. মম্মট। *কাব্যপ্রকাশ*। সম্পা. রামানন্দ আচার্য। কোলকাতা: সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, ১৯৯৮, পৃ. ৩৯.

© 2024 Vidyasagar University Publication Division, Vidyasagar University, Midnapore